যায়যায়দিন

তারিখ · 24 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ...

কিন্ডারগার্টেন নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হচ্ছে

এম মামুন হোসেন

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেনের (কেজি স্কুল) নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এ স্তরের শিক্ষা কার্যক্রমকে শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব স্কুলের নিবন্ধন না থাকায় বই বিতরণ নিয়ে সরকার যেমন বিপাকে পড়েছে, তেমনি সমস্যায় পড়েছে হাজার হাজার শিশু ও তাদের অভিভাবকরা। এখন থেকে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর বিধান মেনে তাদের সরকারি নিবন্ধিত করতে হবে।

বিনামূল্যের বই বিতরণ নিয়ে সরকার বিপাকে

জানা গেছে, কিন্ডারগার্টেন নিবন্ধনের ব্যাপারে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চলতি বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার আগেই এসব প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনের আওতায় আনার কাজ শেষ করবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এবার নিবন্ধনহীন কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা সরকারের দেয়া বিনামূল্যের বই পায়নি। এ নিয়ে নানামুখী জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, শহরকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সারাদেশে ব্যাপকভাবে কেজি স্কুলের প্রসার ঘটছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গত চার থেকে পাঁচ বছর এ স্কুলগুলোর সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। এদের মধ্যে আছে ইংরেজি ও জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী চলা স্কুল। কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় এগুলো চলছে অনেকটা দোকানের

নিবন্ধন : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

নিবন্ধন : কিন্ডারগার্টেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আদলে মালিকের ইচ্ছামতো। তারা ইচ্ছামতো টাকা নিচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। এছাড়া শিক্ষক নিয়োগেও কোনো নীতিমালা নেই। কখনো কখনো বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণভাবেই নিয়োগ সম্পন্ন হয়।

জানা গেছে, ১৯৬২ সালের বেসরকারি স্কুল অর্ডিন্যান্সের আওতায় সরকারের সংশ্লিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমোদন নিয়ে চলছে কিছু ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। এ অর্ডিন্যান্সের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১৯৮৯, ১৯৯৯ এবং সবশেষ ২০০১ সালে সংশোধনী আনা হয়েছে। অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। তবে বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নিবন্ধন ছাড়া শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আর জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা প্রায় শতভাগ কিন্ডারগার্টেন চলছে অনুমোদন ছাড়া। কেবল তাই নয়, দেশে কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যা আসলে কতো, তার সঠিক সংখ্যাও জানা নেই কারো। এমনকি বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন নামে যে কয়েকটি সংগঠন এ মুহূর্তে বিনামূল্যের বই পাওয়ার দাবি জানিয়েছে তাদের কাছেও প্রতিষ্ঠানের সঠিক সংখ্যা নেই।

এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি সংগঠনের চেয়ারম্যান এ কে এম ফজলুল হক যায়যায়দিনকে জানান, হয়তো এ সংখ্যা হবে ৪০ হাজারের ওপর। কিন্তু সুনির্দিষ্ট তথ্য তার জানা নেই। কয়টি প্রতিষ্ঠান সরকারের পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত- এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এ সংখ্যা অল্প। তবে সঠিক সংখ্যা বলা কঠিন। তবে তিনি দাবি করেন, সব স্কুল কর্তৃপক্ষই চায় সরকার তাদের নিবন্ধনের উদ্যোগ নিক।

এদিকে কিন্ডারগার্টেনের নিবন্ধন না থাকা এমনকি শিক্ষার্থীর সংখ্যা না থাকায় বিনামূল্যের বই বিতরণ নিয়ে অনেকটাই বিপাকে পড়েছে সরকার। এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সরকারের যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কেবল পাঠদানের স্বীকৃতি থাকলে তাদের বিনামূল্যের বই দেয়া হবে। কিন্ডারগার্টেনসহ যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিস, বিভাগীয় শিক্ষা অধিদপ্তর এমনকি সিটি করপোরেশনের স্বীকৃতিপত্র থাকলেও পাবে বিনামূল্যের পাঠ্যবই। বই পাবে সরকারি শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা সব কিন্ডারগার্টেন। সরকারের এ সিদ্ধান্তের পরও স্বীকৃতি না থাকায় অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেন বই পাচ্ছে না।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, নিবন্ধন না থাকা কিন্ডারগার্টেনে বই বিতরণ নিয়ে সরকার যেমন বিপাকে পড়েছে, তেমনি সমস্যায় পড়েছে হাজার হাজার শিশু ও অভিভাবক। তবে জেলা-উপজেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর তথ্য জানার কাজ চলছে। এরই মধ্যে ৪০ লাখের মতো বইয়ের চাহিদা দিয়েছে শিক্ষা অফিসগুলো। দ্রুত এনসিটিবির মজুদে থাকা বই থেকে এ বই দেয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, এ বই বিতরণ কাজ শেষ হলেই সারাদেশের কিন্ডারগার্টেনের নিবন্ধন কাজ শুরু করবে সরকার।